Rs. 2.00
মূল্য : ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : VI Issue : XI,15th,Feb, 2019 ফাল্গুন, ১৪২৫,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র
শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেশনায়ক -
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
জন্ম :- ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৯৭

৩০ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকনিকে অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ

স্মৃতির মণিকোঠায় সুভাষ চন্দ্র বসু

ডাঃ গৌরীপদ দত্ত

(গত সংখ্যার পর)

এর পরে গোরুর গাড়ী ও নৌকায় করে বিদেশী শাসকরা আমাদের দেশের ধন সম্পদ বিদেশে চালান করে দিচ্ছে। কোদালের কোপে জমিতে জল ঢুকিয়ে ফল নষ্ট করছে ইত্যাদির কথা বলে তাদের বিদেশী স্বার্থরক্ষার জন্য দায়ী করে, দেশের সার্থবহী স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেস কে সমর্থন করে শেষ লাইনে লিখলেন "লাঙ্গল ছেড়ে লক্ষীর সনে করিস নে আর মনান্তর"। গানটি ঐ সময়ে খুব জন প্রিয় হ'য়ে ছিলো দুদল কীর্তনীয় গ্রামে গ্রামে এই গান গেয়ে নির্বাচনী প্রচার চালাতো।

কমলকৃষ্ণ রায় এর অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভূতনাথ কোলে মহাশয়। তিনি জাতীতে সদগোপ। কোতুলপুর ও জয়পুরের বেশ কিছু অংশ সদগোপ প্রধান অঞ্চল। তাছাড়া কোলে মশায়ের কর্মীরা প্রচুর অর্থব্যয় করে পাড়ায় পাড়ায় ঢালাও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে ছিলেন। প্রায় সব অঞ্চলে নানাবিধ জনহিতকর কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। এমনি সময়ে একটি জনসভায় রাধাকৃষ্ণ পাল মশায় বক্তৃতা দিলেন যে, "ভাই সব শুনছি কোলে মশায় তোমাদের জন্যে গ্রামে গ্রামে সোনার রাস্তা তৈরী করে দিচ্ছেন। আমরা তো হাটুরে চাষা। হাঁটু পর্য্যন্ত ওঠা প্রভু ভক্ত কাঁদা আমাদের নিত্য সঙ্গী। তা আমি জিজ্ঞেস করি ঐ সোনার রাস্তায় চলবে কারা"। আমার মনে আছে এই বক্তৃতা সাধারণ মানুষের মনে দারুণ দাগ কেটে ছিল। তখন একটা ধুয়া তোলা হ'লো কোলের খাও লাঙ্গলে গলাও'।

Scanned by CamScanner

যাই হোক ভোট তো এসে গেল। জয়পুরে ভোট হ'য়ে গেল। মনে হল কমল কাকাই বেশী ভোট পেয়েছেন, নেতাদেরও তাই ধারণা। কিন্তু কোলে মশায়ের ক্যাম্পেও লোকের ভিড় কম ছিল না। তাই আমাদের বাড়ীতে সন্ধ্যায় মিটিং বসলো। সবাই চিন্তিত যে জয়পুরে কমল বাবু জিতলেও কোতুলপুর তো সদগোপ প্রধান জায়গা। কোলে মশায়ের নিজস্ব অঞ্চল। ওখানে ওঁর বেশী ভোট কমল বাবুকে হারিয়ে দেবে না তো? সবাই চিন্তিত এবং অনেকটা মনমরা হ'য়ে আলোচনা করছেন। এমন সময় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল আমাদের বাড়ীতে এলেন। এসেই আমার বাবাকে বল্লেন কি ব্যাপার দাদা এমন সব মুখভার কোরো বসে কেন? বাবা তাঁর দুশ্চিন্তার কথা রাধাকৃষ্ণ কাকা কে বল্লেন। উনি কিছুক্ষণ চুপ করে বল্লেন, 'আচ্ছা আপনার সেই কীর্তনের দল দুটো ত আছে? সবাই বল্লেন হ্যাঁ। পাল মশায় বল্লেন আজ রাত্রের মধ্যে আপনি ১০০টা গোরুর গাড়ী গাড়োয়ান শুদ্ধ, আর একশো জন, না, নিরানব্বুই জন ভলেন্টিয়ার ১০০টা লাঙ্গল নিয়ে সকালের মধ্যে এখানে জোটাতে পারবেন। বাবা ও অন্য সবাই বল্লেন হ্যাঁ পারবো।

পর দিন শুরু হল এক অভিনব শোভা যাত্রা একশো গরুর গাড়ী উপরে একজন লাঙ্গল কাঁধে ভলেন্টিয়ার। সামনের গাড়ীতে লাঙ্গল কাঁধে দাঁড়িয়ে ডাক্তার রাধাকৃষ্ণ পাল। খালি গায়ে, কাঁধে গামছা, আর চাষীদের মত পাছা বার করে ধুতি পরা।

সামনে পিছনে দুদল কীর্তনীয়া গাইছেন তোরা সব কষে লাঙ্গল ধর .... লাঙ্গল ছেড়ে লক্ষ্মীর সনে করিস নে আর মনান্তর। রাধাকৃষ্ণ পাল মশায়ের এক শ্লোগান, 'চাষা কে ভূতনাথ কোলে না রাধা কিষ্টো পাল'। তোরা কাকে ভোট দিবি? এই মিছিল চল্লো বারোমাইল রাস্তা। জয়পুর থেকে কোতুলপুর দুধারে লোক ভেঙ্গে পড়ে অবাক হয়ে কংগ্রেসের শোভাযাত্রা দেখল।

তার পর দিন ভোট। তখন ভোটের দিনেও প্রচার করা যেত। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দুই ধারে মোড়ে দুটো বাস দাঁড় করিয়ে, তার একটায় আমি অন্যটায় আমার এক কাকা শ্যাম সুন্দর পাল কে মুখে চোঙ্গা ধরিয়ে শেখানো বক্তৃতা মুখস্ত বলাচ্ছেন নেতারা - "সাতসমুদ্র পেরিয়ে ইংরেজ আমাদের বুকে বসে দাড়ি উখরাচ্ছে। ভাই হিন্দু মুসলমান আমরা সবাই এক জোট হ'য়ে ইংরেজকে তাড়াতে কংগ্রেস কে জেতাব" ... ইত্যাদি।

আমরা চেঁচিয়েই যাচ্ছি। আর ঠিক ভোট কেন্দ্রে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে রাধাকৃষ্ণ কাকা বলে যাচ্ছেন ভোটারদের- "বাবা ঐ যে তাকিয়ে দেখ, দুধের বাচ্ছা দুটোর গলা চিরে গেল চেঁচিয়ে। এর পর ওদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। তুমি আমার ধম্ম বাপ, কংগ্রেস কে ভোট দিয়ে ওই বাচ্ছা দুটোকে বাঁচাও। বলছেন আর দড়াম করে ভোটারদের পায়ে পড়ছেন। এই রকম চলল সারা দিন। সন্ধ্যায় ক্যাম্পে এসে রাধাকৃষ্ণ পাল মশায় বল্লেন ভূতনাথ কোলেকে কোতুলপুরেই গো হারান হারিয়ে দিলাম। ফল যা হবার তা তো বোঝাই গেল। বিপুল ভোটে কমল কৃষ্ণ রায় নির্বাচিত হ'লেন।

এর পরের বছরই বিষ্ণুপুরে রাজ্য কংগ্রেসের সম্মেলন। যতীন্দ্র (রায়) নগর নাম দেওয়া হয়েছিল সম্মেলনের স্থানকে। সুভাষ চন্দ্র বোস, রাষ্ট্রপতি। তিনি এই কংগ্রেস সম্মেলনে আসবেন। সারা অঞ্চল প্রায় ক্ষেপে যাবার উপক্রম। (আপামর জন সাধারণের সে কি উন্মাদনা)।

আমাদের একটু উপরি আকর্ষণ ছিলো। কারণ আমার বাবার বিশেষ পরিচিত বিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্র নাথ রায়, যিনি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তিনিও এই সম্মেলনে আসবেন। এসেও ছিলেন। বাবার মুখে এম. এন. রায়, যার প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। মির্জাপুর স্ট্রীটের এক মেসে (বোধহয় ১৮নং) এম এন রায় ভারত ছাড়ার আগে থাকতেন। আমার বাবাও ঐ একই মেসে থাকতেন। ডাক্তারী পড়া বা তা পাশ করার পরে।

Scanned by CamScanner

বেথুনের বনভোজন

রনজিৎ সরকার

পাঁচটি ঋতু পেছনে ফেলে, লাগল শীতের হিমেল হাওয়া, একটি বছর পার করে মনে পরেছে সেই বনভোজনের খাওয়া। প্রতিবারে বেথুনের পক্ষ থেকে বনভোজনের করে আয়োজন, প্রবীণ পুরুষ ও মহিলা মিলে আমরা এসেছি আশিজন। কত আনন্দ হই হুল্লোর করে সকলে আসলাম বাসে চরে, দুই ঘন্টা পার করে আসলাম নোদাখালি নদীর পারে। জায়গাটি খুব সুন্দর, শান্ত তার পরিবেশ সবার মন গেল ভরে, অনেকেই আরও বেশী আনন্দ পেল নৌকায় ভ্রমণ করে। এদিকে রান্নার ঠাকুর ব্যস্ত দুপুরের রান্না নিয়ে, অনেকেই এদিক ওদিক ছুটছে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে। একটু পরে আসল সবাই, গান, কবিতা ও খেলা দেখবে বলে, দুই একজনে ডাকল তাদের যারা অন্যদিকে গিয়েছিল চলে। রান্না শেষ হলে সুন্দরভাবে বসল কিছু লোক খেতে, অনেকে খাবার দিবে বলে, ছুটল থালা নিয়ে হাতে। ঠিক সময় মত সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেল, কেহ বাকী নাই সবাই শান্তিভাবে পেট ভরে খেল। কয়েক ঘন্টার আনন্দ শেষ এবার বাড়ী ফেরার তারা, সবাই সুস্থ ও ভাল থাকুন, আগামীতে দেবেন সারা।

—ঃঃ শোক সংবাদ ঃঃ—

—ঃঃ প্রয়াত বলেন্দ্র ভূষণ সান্যাল ঃঃ—

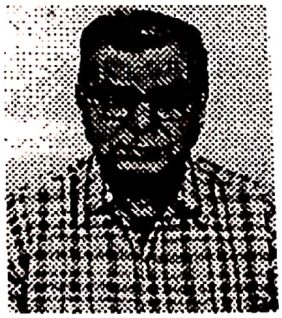

আমাদের সংস্থার সক্রিয় সদস্য ও একনিষ্ঠ কর্মী বলেন্দ্রভূষণ সান্যাল (জন্ম ১এপ্রিল, ১৯৪০) গত ১২ই জানুয়ারী, ২০১৯ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক ও মর্মবেদনা অনুভব করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

—ঃঃ স্মরণে ঃ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তারাতলায় বন্দর কর্তৃপক্ষের হাসপাতালে গত ১৯শে জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫বৎসর। সাহিত্য আকাদেমী সহ নানা পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁকে আমরা জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী।

—ঃঃ স্মরণে ঃঃ—

—ঃঃ জর্জ ফার্নান্ডেজ ঃঃ—

গত ২৯শে জানুয়ারী জর্জ ফার্নান্ডেজ দিল্লীতে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। (১৯৩০ সালে জন্ম) তিনি ১৯৭৪ সালে ৮ থেকে ২৭সে মে দেশজোড়া রেল ধর্মঘটের অন্যতম কান্ডারী ছিলেন। তিনি ১৯৮৯ সালে রেলমন্ত্রী এবং ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। আমরা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

Scanned by CamScanner

নোটিশ

সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠান গুলিতে সকলকে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করছি।

১) ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ বুধবার, বেলা ৩টা বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে Dementia ও Alzheimer নিয়ে আলোচনা।

২) ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ শনিবার বিকাল ৫.৩০মি. বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।

৩) ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫.৩০মি. (হরিদাস মালাকার ভবন) ৬৯ সুবোধ পার্ক বাঁশদ্রোণীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন।

৪) ১৩ মার্চ বুধবার বিকাল ৫.৩০মি. বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে ডাঃ হেনরি নর্মাণ বেথুনের জন্মদিন ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান।

—ঃ সম্পাদকীয় ঃ—

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ; আশা করি সবাই পরিবার পরিজন সহ কুশলে আছেন। বর্তমান শীতে ও পৌষ পার্বণে প্রায় প্রতি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে মেলা - উৎসব। তৎসহ চলেছে বিনোদন ও উন্নয়নের কথা। ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের জন্য আমাদের রাজ্যের বাজেটে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৮৯ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। আর কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে দেশবাসীর জন্য হয়েছেন কামধেনু! দেশের নাগরিক আমরা সবাই খুশীতো? যদিও ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম বা সর্বজনীন ন্যূনতম আয়ের বিষয়ে উভয় সরকার নীরব।

পার্লামেন্ট ভোট এগিয়ে আসছে। নূতন কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে। আরম্ভ হয়েছে ভোট রঙ্গ। মাত্র দু-সপ্তাহের ব্যবধানে কলকাতার ব্রিগেডে হল দুটি বিশাল সমাবেশ। একটি তারকারাজি সমন্বিত শাসক দলের অন্যটি বিরোধী দলের। প্রথমটি নূতন ভারত গড়তে। দ্বিতীয়টি অচলায়তনে ধাক্কা দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষা। আসুন আমরা চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করি। ভাল থাকুন।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকা
		পূর্বে প্রকাশিত অনুদান	**৪,৩৪,৪০২.০০**
১।	ওয়েল উইসার	কার্টজু নগর, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	৫০০,০০
২।	শ্রী পেলব মুখার্জী	১৬এ, নেপাল ভট্টাচার্য্য ১ম লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০২৭	৪,০০.০০
৩।	শ্রী রমাপ্রসন্ন দত্ত	রাজপুর, কোলকাতা - ৭০০ ০৮৪	২৫০.০০
৪।	শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী	পি. জি. এইচ.. শাহ রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০৩২	২৪০.০০
৫।	শ্রী দীপেশ মিত্র	১৯ এ সতীন্দ্র পল্লী, গড়িয়া, কোলকাতা - ৭০০ ০৮৪	২০০.০০
৬।	শ্রী প্রশান্ত লাহিড়ী	অশোকনগর, কোলকাতা - ৭০০ ০৪০	২০০.০০
৭।	শ্রীমতি আভা বোস	সুবোধ পার্ক, কোলকাতা - ৭০০ ০৭০	১০০.০০
			মোট -৪,৩৬,২৯২.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in

Scanned by CamScanner